২০১৮

বাংলা

চতুর্থ পত্র

পূর্ণমান : ১০০

সময় : ৪ ঘণ্টা

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নমান নির্দেশক।

পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমার্ধ

[মান—৫০]

১। গীতিকবি হিসেবে ঈশ্বর গুপ্তের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ১৬

অথবা

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গাত্মক কবিতার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিচার করো। ১৬

২। সাহিত্যিক মহাকাব্য হিসেবে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর গ্রহণযোগ্যতা বিচার করো। ১৬

অথবা

'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এর চতুর্থ সর্গের গুরুত্ব পর্যালোচনা করো। ১৬

৩। অমিয় চক্রবর্তীর 'বৃষ্টি' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ১৮

অথবা

বুদ্ধদেব বসুর 'চিল্কায় সকাল' কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করো। ১৮

দ্বিতীয়ার্ধ

(নাটক)

[মান—৫০]

৪ নং প্রশ্নসহ মোট *তিনটি* প্রশ্নের উত্তর দাও :

৪। 'জনা' নাটকে জনা চরিত্রটির গুরুত্ব পর্যালোচনা করো। ১৮

অথবা

পৌরাণিক নাটক হিসেবে 'জনা' নাটকটির সার্থকতা বিচার করো। ১৮

৫। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'নূরজাহান'-এর সার্থকতা বিচার করো। ১৬

অথবা

'নূরজাহান' নাটকে সংযোজিত গানগুলির গুরুত্ব ও সার্থকতা বিচার করো। ১৬

৬। 'নবান্ন' নাটকে প্রধান চরিত্রের গুরুত্ব পর্যালোচনা করো। ১৬

অথবা

'নবান্ন' নাটকের মঞ্চসজ্জার অভিনবত্ব আলোচনা করো। ১৬

৭। অ্যাবসার্ড নাটক হিসেবে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের সার্থকতা বিচার করো। ১৬

অথবা

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে সংলাপ সৃষ্টিতে নাট্যকারের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করো। ১৬

———